DEC. — 1 2000

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ৬

জাতীয় নহে কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার ঢাকার শাহবাগে অবস্থিত। ইহার বর্তমান নাম হইতেছে 'সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার'। গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে পড়িতে আসিয়া জানিলাম যে, গ্রন্থাগার চার প্রকার। যথা-জাতীয় গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তনিক গ্রন্থাগার, গণগ্রন্থাগার এবং বিশেষ বা গবেষণামূলক গ্রন্থাগার। বিশ্বের প্রতিটি সভ্য দেশেই একটি জাতীয় গ্রন্থাগার রহিয়াছে। জাতীয় গ্রন্থাগার হইতেছে একটি দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সেই হিসাবে বাংলাদেশেও একটি জাতীয় গ্রন্থাগার রহিয়াছে। বাংলাদেশের জাতীয় গ্রন্থাগারটি শেরেবাংলা নগরের আগারগাঁও-এ জাতীয় আর্কাইভসসহ একই ভবনে অবস্থিত। জাতীয় গ্রন্থাগার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নহে। কিন্তু গণগ্রন্থাগার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। বাংলাদেশে মোট ৬৬৬টি গণগ্রন্থাগার রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ছয় শত বেসরকারী এবং ৬৬টি সরকারী গণগ্রন্থাগার। শাহবাগের গণগ্রন্থাগারটি বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার। বর্তমানে ইহা কেন্দ্রীয় শব্দ বাদ দিয়া 'সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার' নামকরণ করা হইয়াছে। গণগ্রন্থাগার ব্যক্তির নামে হইতে পারে। তাই কবি সুফিয়া কামালের নামে ইহা রাখায় কোন আপত্তি বা সমস্যা নাই। কিন্তু জাতীয় শব্দটা ব্যবহার বা সংযোজন করায় ইহাতে বড় রকমের ভুল হইয়াছে নিঃসন্দেহে। কেননা গণগ্রন্থাগার কখনো জাতীয় হয় না, বড়জোর কেন্দ্রীয় হইতে পারে। জাতীয় শব্দের বদলে কেন্দ্রীয় শব্দটি সংযোজন করিলে সুন্দর ও যথার্থ নামকরণ হইবে। অর্থাৎ 'সুফিয়া কামাল কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার'। বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

হারুনুর রশিদ আরজু,
ছাগলনাইয়া, ফেনী।

79